দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

আলমডাঙ্গার প্রত্যন্ত গ্রাম হারদী এখন শিক্ষানগরী

১৯ মার্চ, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

আলমডাঙ্গা (চুয়াডাঙ্গা) সংবাদদাতা

আলমডাঙ্গার প্রত্যন্ত হারদী গ্রাম এখন শিক্ষানগরীতে পরিণত হয়েছে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বিষয়টি এখন যেন রূপকথার গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটিমাত্র নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে মোট ২৭ একর জমির ওপর একে একে ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। যেখানে দেশের বিভিন্ন জেলার সাড়ে ৮ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। ফলে গ্রামটি হয়ে উঠেছে শিক্ষানগরী।

আলমডাঙ্গা শহর থেকে পাঁচ মাইল ভেতরে অবস্থিত হারদী গ্রামে আশির দশকে প্রথমে একটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলে গ্রামবাসী। হারদী ইউপির তরুণ জনপ্রিয় চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম মানু আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে ১৯৮৭ সালে স্কুলটির সভাপতির দায়িত্ব পান বর্তমান চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম। এ সময় লন্ডন প্রবাসী মীর শামসুজ্জোহার বাবা স্কুল শিক্ষক মীর শামসুদ্দিন আহমেদ তার সারাজীবনের সঞ্চয় ২ একর ৬০ শতক জমি স্কুলটিতে দান করেন। এ সময়েই নিম্ন থেকে মাধ্যমিকের কাজ শুরু হয়। হারদী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মীর শামসুদ্দিন আহমেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়।

শামসুদ্দিন আহমেদ মারা গেলে ১৯৯০ সালে এগিয়ে আসেন তার সুযোগ্য সন্তান লন্ডন প্রবাসী মীর শামসুজ্জোহা। তিনি ১৩ হাজার বর্গফুট বিশিষ্ট ১০ রুমের একটি ভবন নির্মাণ করে দেন। ১৯৯৩ সালের দিকে নুরুল ইসলাম মীর শামসুজ্জোহার সহযোগিতায় এমএস জোহা নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৫ সালে এটি ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে কলেজটিতে শিক্ষার্থীদের ৬টি বিষয়ে অনার্স পড়ানো হয়। ২০০২ সালে দানবীর মীর শামসুজ্জোহা মৃত্যুবরণ করলে এগিয়ে আসেন তার ছোট ভাই মীর সামসুল ইসলাম। তিনি নারী শিক্ষা বিস্তার করতে স্ত্রী নারগীস ইসলামের নামে মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া মীর সামসুল ইসলামকে সাথে নিয়ে নুরুল ইসলাম ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন এমএস জোহা কৃষি কলেজ। কলেজটি ৩ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এরপর ২০০৫ সালে মীর সামসুল ইসলাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ২০১০ সালে মীর শামসুজ্জোহার মৃত সন্তানের নামে নিপ্পন জোহা টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে ৬টি ট্রেড অনুমোদন লাভ করে। ১৫ সালে এমএস জোহার মেজভাই এমএস হুদার ইনস্টিটিউশনাল মেডিক্যাল টেকনোলজি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাভ করে। এমএস জোহা কৃষি কলেজের অধীনে চার বছরের ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ কোর্স চালু রয়েছে। ডিপ্লোমা ইন অ্যানিমেল ও পোল্ট্রি নার্সিংয়ের ওপরও এক বছরের কোর্স চালু রয়েছে প্রতিষ্ঠানটিতে।

পরবর্তীতে এমএস জোহা ডিগ্রী কলেজ বাদে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিপ্পন জোহা এডুকেশন কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২৭ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চত্বরে রয়েছে একটি মসজিদ, ক্যান্টিন ও দর্শনীয় একটি শহীদ মিনার। রয়েছে সুবিশাল খেলার মাঠ। পুরো জমিতে প্রকৃতির নানা বর্ণের গাছ-গাছালির ফাঁকে গড়ে তোলা হয়েছে একেকটি প্রতিষ্ঠান।

হারদী শিক্ষানগরীর এই কমপ্লেক্সের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন এই ইউনিয়নের তিনবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী নুরুল ইসলাম।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত